গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

১.০	প্রকল্পের নাম	:	"কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"
২.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৩.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগ।
৪.০	প্রকল্পের অবস্থান	:	চট্টগ্রাম জেলার বন্দর ও আনোয়ারা উপজেলা।
৫.০	প্রকল্পের ধরণ	:	বিনিয়োগ
৬.০	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি ও চীন সরকারের ঋণ সহায়তা
৭.০	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়	:	
	মূল	:	মোট : ৮৪৪৬৬৩.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৬৪৭১৯.৭৮ লক্ষ টাকা + বৈদেশিক ঋণ সহায়তা৪৭৯৯৪৪.০০ লক্ষ টাকা)
	১ম সংশোধিত	:	মোট : ৯৮৮০৪০.৩৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৯৬৭২১.১৪ লক্ষ টাকা + বৈদেশিক ঋণ সহায়তা ৫৯১৩১৯.২৪ লক্ষ টাকা)
৮.০	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	মূল অনুমোদিত : ০১ নভেম্বর,২০১৫ থেকে ৩০ জুন,২০২০ পর্যন্ত
			১ম সংশোধিত : ০১ নভেম্বর,২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর,২০২২ পর্যন্ত

৯.০ **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

চট্টগ্রাম শহর কর্ণফুলী নদী দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। মূল শহর ও বন্দর এলাকা কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম পাশে অবস্থিত। অন্যদিকে ভারী শিল্প এলাকা পূর্ব পাশে অবস্থিত। বর্তমানে দুটি সেতু দ্বারা ক্রমবর্ধমান যানবাহনের সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও কর্ণফুলী নদীর তলায় পলি জমার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য কর্ণফুলী নদীতে নতুন সেতু নির্মাণের পরিবর্তে নদীর নীচ দিয়ে টানেল নির্মার্ণের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে ২০১৪ সালের জুন মাসে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া চীন সরকারের এক্সিম ব্যাংকের সাথে ৭০৫.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পর্যটন নগরী কক্সবাজার এর সাথে সারাদেশের যাতায়াত/যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম করার নিমিত্ত কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৩২ কিলোমিটার বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে মূল প্রকল্পটি ৮৪৪৬৬৩.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৬৪৭২০.০০ লক্ষ টাকা ও চীন সরকারের ঋণ সহায়তা ৪৭৯৯৪৪.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর,২০১১ থেকে জুন,২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১২/১১/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি, ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি, ভৌত কাজের পরিমাণ হ্রাস এবং মেয়াদ বৃদ্ধিজনিত কারণ এবং প্রকল্পের জনবলের বেতন/ভাতা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ৯৮৮০৪০.৩৮ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩৯৬৭২১.১৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য- ৫৯১৩১৯.২৪ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর,২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির প্রথম সংশোধন ০৪-১১-২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১০.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা;
- এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপন করা;
- কর্ণফুলী নদীর দুই পাশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
- বিদ্যমান দুটি সেতুর ওপর যানবাহনের চাপ হ্রাস করা;

১১.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

- পরামর্শক সেবা : ৩১৪৮ জনমাস
- ভূমি অধিগ্রহণ : ১২৯.৮৭ হেক্টর
- ভূমি হুকুম দখল : ৩০.৮৮ হেক্টর
- টানেল এপ্রোচ নির্মাণ : ৫.৩৫ কি: মি:
- টানেল নির্মাণ : ৩.৩২কি: মি:
- টোল প্লাজা নির্মাণ : ৭৬০০ ব: মি:
- ব্রিজ/ভায়াডাক্ট নির্মাণ : ৭২৭ মিটার

১২.০ **পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ**

১২.১ প্রকল্পের ১০০% এলাকা নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;

১২.২ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১২.৩ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১২.৪ প্রকল্প উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে সকল বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১২.৬ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশাধ সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ পদ্ধতি, যানবাহন ক্রয়/ক্রয় পদ্ধতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৯ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি/ নির্মিত টানেলসহ অন্যান্য অবকাঠামো টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১২.১১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর, অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা/অদক্ষতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১২.১২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ;

১২.১৩ প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশ্লেষণ (ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপত্তি আছে কিনা, কি কি বিষয়ে অডিট আপত্তি ও তার পরিমাণ ইত্যাদি);

১২.১৪ টানেল নির্মাণ বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে;

১২.১৫ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের এ সংক্রান্ত পরিপত্রে বর্ণিত প্রতিবেদন প্রণয়নের নমুনা কাঠামো অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১২.১৬ আইএমইডি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতিপালন করবে।

১৩.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	ফার্ম	-	• প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার-	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স/উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	• টানেল/সেতুসহ সড়ক বা সমগোত্রীয় স্থাপনা নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • টীম লিডার হিসাবে ০৩ (তিন) বছর অথবা ডেপুটি টীম লিডার হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা সেতুসহ সড়ক নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতা। • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ -এর বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিঃ	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং- এ ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।	• টানেল/সেতুসহ সড়ক বা সমগোত্রীয় স্থাপনা নির্মাণ কাজে ন্যূনতম ১০(দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	গ) টানেল/ সেতু - সড়ক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি	● টানেল/সেতুসহ সড়ক নিরাপত্তা কাজে ন্যূনতম ১০(দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; ● কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	● আর্থ-সামাজিক গবেষণা এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ/প্রভাব মূল্যায়নের কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; ● মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনায় Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা;

* পরামর্শকগণের ছবিসহ অন্যান্য প্রমাণাদি সংযোজন করতে হবে।

১৪.০ <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ</u>

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১২ কপি (টেকনিক্যাল কমিটির সভা)
৪.	জাতীয় ওয়ার্কশপের জন্য প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় ওয়ার্কশপের জন্য)
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ (বাংলা ৪০+ইংরেজী ২০) কপি

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font হতে হবে।

১৫.০ **<u>ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:</u>**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।